নীহাররঞ্জন সেনগুপ্ত

কপালকুণ্ডলা

চরিত্র ☐ নবকুমার, সাঁইদার (নৌকার মাঝি), অতীন, বিনয়, ময়না (তোরাপ সর্দারের মেয়ে) তোরাপ সর্দার।

সন্ধ্যা নামছে। বাঁশীতে ইমনকল্যাণের সুর। সে সুর হাল্কা হয়ে মিলিয়ে যেতেই শোনা যাচ্ছে নদীর জলে দাঁড় ফেলার ঝপ্ ঝপ্ শব্দ। সাঁইদার উদাত্ত স্বরে একটা ভাটিয়ালি গাইছিল।

ও নদীরে
কোথায় রে তোর জন্ম হলো
ছাড়লি কবে ঘর
বাউল হয়ে চললি বয়ে
যেখানে সাগর
ও নদীরে—

[গান থেমে আসতেই আবার নদীর জলে দাঁড়ের শব্দ ঝপ্ ঝপ্]

নবকুমার ॥ সাঁইদার!

সাঁইদার ॥ বলেন বাবু।

নবকুমার ॥ নদীকে তুমি খুব ভালবাস না?

সাঁই ॥ সে আর বলতে! নদীই তো আমাদের সব বাবু। আমার বাপজান বলতো হেথায় জনম, হেথায় মরণ, হেথায় কান্নাহাসি, ভবনদী পেরুয়ে যেন হেথায় ফিরে আসি।

নবকুমার ॥ তোমার গানের গলাটিও বড় মিষ্টি সাঁইদার।

সাঁই ॥ নজ্জা দেবেন না বাবু।

অতীন ॥ তুমি গান বাঁধতে পার সাঁইদার?

সাঁই ॥ হ্যাঁ—এইটে তো আমারই বাঁধা গান। চেনা সুর লাগিয়ে দেছি।

বিনয় ॥ গাও না আর একবার।

সাঁই ॥ [গাইছে] মাথার ওপর ম্যাঘ বিষ্টি চন্দ সূয্য তারা
দুইপারে দ্যাবালয় কত দিচ্ছে রে পাহারা
সবার কালি দিলি ধুয়ে নেইকো আপন পর
বাউল হয়ে চললি দূরে যেখানে সাগর
ও নদীরে—।

সকলে ॥ বাঃ—বা-বা, বা-বা!

সাঁই ॥ (একটু চেঁচিয়ে) বাবুরা।

নব ॥ কী হল সাঁইদার?

সাঁই ॥ বাবু মোহনা পেরুয়ে সাগরে এসে পড়িচি। অসাবধানে রাস্তা ভুল হইয়েচে বাবু। এই জাগাটা ভাল নয়।

অতীন ॥ কেন? সমুদ্রে এখানে কোন ভয় আছে নাকি?

সাঁই ॥ সুমুদ্দে নয় ডাকাতে। আমরা এখন যেখেন দিয়ে যাচ্চি, এখেনে পেরায় ডাকাতি হয়।

বিনয় ॥ তাহলে কী হবে এখন?

সাঁই ॥ হারিকেন নিবিয়ে দিন। কেউ বিড়ি সিগারেট খাবেন না।

নব ॥ না না একেবারেই না।

সাঁই ॥ একটুও আলোর চিন্ন যেন দেখা না যায়।

অতীন ॥ আমাদের কোন কথা বলা ঠিক হবে না।

বিনয় ॥ একেবারেই নয়। কিছু হবে না তো সাঁইদার?

সাঁই ॥ আপনারা ছইয়ের মধ্যি গিয়ে চুপ করে বসেন। ডাকলে বাইরাবেন। [সব চুপচাপ। শুধু জলের ওপরে দাঁড়ের শব্দ। সময়ান্তর বোঝানোর বাজনা]

সাঁই ॥ বাবুরা বাতি জ্বালেন। এবারে খেয়ে নেওয়া যাক। খারাপ জায়গাটা পেরুয়ে এসেছি।

অতীন ॥ যাক্ বাঁচা গেল। যা ভয় পেয়েছিলাম।

বিনয় ॥ কিছু তো দেখাও যাচ্ছে না। শুধু জল আর জল।

নব ॥ আর মোচার খোলে দুলতে দুলতে তারা ভরা আকাশ দেখা।

অতীন ॥ নাও নাও খাবার বের কর।

বিনয় ॥ ভয়ের চোটে খিদে বেড়ে রাক্ষস হয়ে গেছে।

সাঁই ॥ যা বলেছেন বাবু।

সময়ান্তর বোঝানোর বাজনা

নব ॥ ভোর হয়ে এলো।

অতীন ॥ প্রচণ্ড কুয়াশা। সবই ঝাপ্‌সা লাগছে।

বিনয় ॥ কোথায় এলাম কিছুই বোঝা যাচ্ছে না।

সাঁই ॥ আমরা এখন পাখিরালা বনবিভাগের অফিসের ঘাটের নীচে রয়েছি।

অতীন ॥ এই চল্ বনবিভাগের বাংলোটা একটু ঘুরে দেখে আসি।

বিনয় ॥ সেই ভালো। কাছে দোকান থাকলে, গরম চা পেলে আরোই ভাল।

নব ॥ চল্ তাহলে।

সাঁই ॥ না বাবু, নৌকো থেকে ঘাটে নামা ঠিক হবে না। কয়েকদিন ধরে একটা বাঘ এই অফিসের আশে পাশে ঘুরে বেড়াচ্ছে, এমন খবর আছে।

অতীন ॥ ওরে বাবা। তাহলে ডাঙা দেখে আর কাজ নাই।

বিনয় ॥ চল সাঁইদার ঘাটের থেকে আরও গভীরে চল।

নব ॥ সাঁইদার—চল কুমীরখালির দিকে।

সাঁই ॥ তাই চলেন। [সময়ান্তর বোঝানোর বাজনা]

নব ॥ (গলা তুলে) সাঁইদার!

সাঁই ॥ হ্যাঁ-বাবু! বলেন।

নব ॥ ও-ই দেখতে পাচ্ছো?

সাঁই ॥ হ্যাঁ বাবু।

অতীন ॥ একটা দ্বীপের মত লাগছে না?

বিনয় ॥ বড় গাছপালা খুব একটা দেখছি না কিন্তু বেশ সবুজই তো মনে হচ্ছে।

নব ॥ চল সাঁইদার—ওই দ্বীপে নামি। এখন তো দুপুর। ভাল করে তেলটেল মেখে নোনা জলেই চান করবো।

অতীন ॥ তা ঠিক। গায়ে যা জ্বালা ধরেছে! চান না করলে আর চলছে না।

বিনয় ॥ নোনা জলে চান না হয় করতে নামব কিন্তু কুমীর-কামট নাই তো?

অতীন ॥ সেটাও ঠিক। আমাদের এই দ্বীপে নামা উচিৎ হবে তো?

নব ॥ সাঁইদার না বললে নামবো না। ও সাঁইদার—

সাঁই ॥ বলেন বাবু—

নব ॥ আমরা কি এই দ্বীপে নেমে একটু চান টান করতে পারি?

সাঁই ॥ তা পারেন। তবে খুব দুরি যাবেন না। আবার ফিরতি হবে তো! [নৌকা তীরে এসে ভীড়ল]

সাঁই ॥ আসেন নামেন। আস্তি আস্তি নামেন। ধড় মড় করবেন না, নৌকা টাল খাবে। নামেন—নামেন—অ্যা—অ্যা—অ্যাই।

নব ॥ এই দ্বীপটা জোয়ারের জলে ডুবে যায় না?

সাঁই ॥ ইদানী বছর দুই ধরি দেখতিছি, ডাঙাটা জাগতিছে। মনে হয় কী, আর দু অ্যাক বছর বাদে এটা আরও বড় হবে। ত্যাখন আবাদ হতি পারবে।

অতীন ॥ এ ডাঙায় বাঘ কুমীর নেই তো?

সাঁই ॥ আইজ্ঞে না। ওঁয়ারা এখেনে কী করতি থাকবেন বলেন? খাবেনটা কী?

বিনয় ॥ অন্য কোন জীবজন্তু?

সাঁই ॥ মেঠো কুমীর এক আধটা থাকলি থাকতি পারে। জঙ্গল বাড়লি জীবজন্তু বাড়বে। তখন তেনারা থাকবেন। যাই হোক—একটু দেখি শুনি চলবেন।

অতীন ॥ ও বাবা, আবার মেছো কুমীর কেনো? ধুর!

বিনয় ॥ যা হয় হবে, এখন চল তেল মাখি। জামা-কাপড় এখানে ছেড়ে রাখি।

নব ॥ অতীন বিনয় এইনে ধর—ছুঁড়ছি।

অতীন ॥ আস্তে, আস্তে—

নব ॥ এই তেলের শিশি। এই সিগারেটের প্যাকেট। তোয়ালেগুলো। সাবান। আর—

দুজনে ॥ আর—দুজনে?

নব ॥ আর কিছুই নেই।

দুজনে ॥ হাঃ-হাঃ-হাঃ। [সময়ান্তর বোঝানোর বাজনা]

নব ॥ (চেঁচিয়ে) সাঁইদার, একটু ঘুরে ফিরে দেখে আসি দ্বীপটা।

সাঁই ॥ (চেঁচিয়ে) বেশি দুরি যাবেন না।

নব ॥ বেড়াতে এসেছি—একটু না ঘুরলে হবে?

সাঁই ॥ সাবধানে যাবেন। সাবধানে ফিরি আসবেন।

অতীন ॥ আয় বিনয় ওই দিকটাতে যাই—

নব ॥ আমি এদিকটায় গেলাম। চারপাশে নজর রেখে চলবি।

দুজনে ॥ ঠিক আছে। [সময়ান্তর বোঝানোর বাজনা]

নব ॥ (স্বগতোক্তি) ঃ গাছগুলো দুর থেকে যত ছোট লাগছিল ঠিক তত ছোট নয়। এই তো কোমার সমান। আঃ—হাল্কা বাতাস দিচ্ছে। বেশ লাগছে। (হুঁ-হুঁ করে একটু সুর ভাঁজল) নীল আকাশ। চারিদিকে দিগন্ত বিস্তৃত জলরাশি। আকাশ আর সমুদ্র মিশে গেছে দুরে। আরে? ওই দিকটায় আর একটা দ্বীপের মত না? হ্যাঁ...হাজার হাজার বেলে হাঁস একসঙ্গে! ভাবাই যায় না। সামনের এই জঙ্গলটায় একবার ঢুকবো? লতাপাতাগুলো সরিয়ে একটু ঢুকেই দেখি। (গলা দিয়ে সহসা একটা অস্ফুট শব্দ বেরোল) আস্তে, নবকুমার আস্তে। কী আশ্চর্য! ভাবতেই পারছি না। একটি মেয়ে গাছের পাতার ফাঁক দিয়ে ওদিকে তাকিয়ে আছে। ভঙ্গীটা উদ্বিগ্ন। এদিকটার খেয়াল নেই। বোধহয় অতীন আর বিনয়কে দেখতে পেয়ে নজর রাখছে। এদিকে আমি তো মাত্র কয়েক হাত দুরে। উজ্জ্বল স্বাস্থ্য, গায়ের রঙ কালোর দিকেই, বয়স ষোলো সতেরোর বেশি তো হবেই না। নীলের ওপর কালো ডোরাকাটা শাড়ি। কী সুন্দর চেহারা। কিন্তু এই দ্বীপে একলা? নাঃ ফিরে যাই। দেখে ফেললে—কী জানি! (ফিরতে গিয়েই পায়ের চাপে একটা শুকনো ডাল ভাঙার আওয়াজ হল) এই যা ঃ

মেয়েটি ॥ (একটা অস্ফুট শব্দ করল) কে-কে তুমি?

নব ॥ আ—আ—আমি।

মেয়েটি ॥ না—(মেয়েটি ছুট লাগাল)

নব ॥ আরে, শোনো—শোনো, যেওনা—কপালকুণ্ডলা [বাজনা ও স্বগতোক্তি] অ্যাঁ—কপালকুণ্ডলা! আসলে মেয়েটিকে দেখা অবধি এই নামটাই মাথার মধ্যে ঘুরছিল। যাক্‌গে—পিছু নিয়ে দেখি কপালকুণ্ডলা মানে মেয়েটি কেন এই নির্জন দ্বীপে! [দৃশ্যান্তর সূচক বাজনা]

[গাছপালার ডাল, লতা-পাতা ইত্যাদি সরানোর শব্দ]

মেয়েটি ॥ বাবা—এই যে!

তোরাপ সর্দার।। (ভারী গলায়) আপনি কে বাবা? এখেনে কী করি এলেন?

নব ॥ বলছি বলছি, মানে (ঢোঁক গিলে) আপনার ওই পাইপগানটা একটু যদি—

তোরাপ ॥ (হেসে) আমার পাইপগানের গুলি তেনাদের দিকেই ছোটে। আমি মানুষ মারি না।

নব ॥ তেনাদের মানে?

তোরাপ ॥ দক্ষিণ রায়। কিন্তু আপনার পরিচয়ডা?

নব ॥ আমরা একটু বেড়াতে এসেছিলাম নৌকো করে। এই দ্বীপটা চোখে পড়ায়, এখানে নেমে একটু ঘুরে, তেল মেখে, চান করার ইচ্ছে হলো। আরো তিনজন আছে। আমি একা এদিকে আসতেই—ঐ—ঐ—

তোরাপ ॥ আমার বেটি ছাওয়ালকে দেখলেন—তাইতো?

নব ॥ হ্যাঁ—হ্যাঁ—

তোরাপ ॥ কোলকাতা থেকে আসছেন?

নব ॥ হ্যাঁ।

তোরাপ ॥ কোথা থেকে নৌকা নিইছেন? মাঝির নাম কী?

নব ॥ মোল্লার হাট থেকে। মাঝির নাম সত্য সাঁই। আমরা সাঁইদার বলি।

তোরাপ ॥ ও হো—তা বেশ বেশ।

নব ॥ এটি আপনার মেয়ে?

তোরাপ ॥ হ্যাঁ। এই তো আমার বেটি ময়না। ময়না—বাবুকে একডা চাটাই পাতি বসতি দে। তামুক খাবেন?

নব ॥ আমি তামাক খাইনা।

ময়না ॥ এইখেনে পাড়ি দিব?

তোরাপ ॥ থাক্-থাক্—আর বাইরে বস্‌তি লাগবে না। আপনি ঘরের ভিতর চলেন।

নব ॥ অ্যাঁ—?

ময়না ॥ (হেসে) বাপজানের মাথার ঠিক নাই।

তোরাপ ॥ (হেসে) তুই ঘরের মধ্যি বাতি জ্বালাগা।

নব ॥ ঘ-ঘরের মধ্যে! কি-কিন্তু ঘরের মধ্যে যাবার দরকার কী? আমি বরং যাই, বন্ধুরা আমাকে খুঁজবে।

তোরাপ ॥ খুঁজলিও আপনারে পাবে না। আসেন।

ময়না ॥ এসো। ওটায় বস।

নব ॥ (ভয়ে) এই—বাব্—বাব্...

ময়না ॥ (হেসে) ভয় পেয়ো না। ওটা মরা বাঘ। ছাল ছাড়ায়ে মুণ্ডুটা জোড়া রয়িছি।

তোরাপ ॥ বসেন—বসেন।

নব ॥ কিন্তু এই নির্জন দ্বীপে আপনারা কেন আছেন?

তোরাপ ॥ বাবা, আপনারে একডা কথা কই। আমি ফেরার মানুষ। জঙ্গল পুলিস আমারে খুঁজি ফিরতেছে। তয় মানুষ খুন করি নাই। বাঘ মারার জন্যি আমার নামে

হুলিয়া হয়িছি। এখেনে এইসে পালিয়ে রয়িছি।

নব ॥ বাঘ মারেন কেন?

তোরাপ ॥ খাব কী? এখনও বাঘ মারি এই বন্দুকে। আরও আছে বন্দুক। নিজির হাতি বানাই। শুধু টোটা কিনতি লাগে। তার জন্যি লোক আছে। আপনি—তোরাপ সর্দারের নাম শুনছেন?

নব ॥ আমার—খুবই শোনা মনে হচ্ছে।

তোরাপ ॥ আমিই তোরাপ সর্দার। একসময় বাউলি ছিলাম। এই সোন্দরবনে ঘোরাফিরা করতাম। তারপর আমার ওস্তাদের কাছে বন্দুক বানানো শিখি। বাঘ মারতি আরম্ভ করি। অনেক মারিছি। ক'টা টাকা পাই এ পোড়া পেট দুটোর জন্যি।

নব ॥ কিন্তু বাঘ বিক্রির তো অনেক টাকা!

তোরাপ ॥ কাঁড়ি কাঁড়ি টাকা তো রোজগার করে শহরের বাবুরা, যারা বাঘ মারতি পারে না, আমারে দিয়ি মারায়। বদলে ক'টা টাকা, মিঠা পানি, চাল, ডাল দিয়ি যায়। বাইরে একখান লৌকা দেখছেন?

নব ॥ দেখেছি।

তোরাপ ॥ ওই লৌকায় করি আমি সুযোগ মত বাঘ মারতি যাই। কিন্তু বাবা আপনারে বলি—এই বেআইনি কাম আর করতি পারি না। মন চায় না।

নব ॥ তবে কেন করছেন? কেন কষ্ট করে এখানে পড়ে আছেন?

তোরাপ ॥ কী উপায় বাবা? ওই যে বললাম পেট আর পয়সার জন্যি। আর পুলিস তো বাবুদের কিছু করবে না, আমারে ধরি ফ্যালবে। তাই এখানে কষ্ট করি থাকা। তার ওপর এই বেটি ছাওয়াল আমার। বয়েসটা দ্যাখেন। ওরে আমি কোথায় রাখি? মাঝে মাঝে মনি হয় একটা গুলি ওরে মারি, আর একটা নিজি খেয়ি মরি! হাঃ—(দীর্ঘশ্বাস ফেলে)

ময়না ॥ না বাপজান, তা হতি পারবে না। আমিও বন্দুক চালানো শিখিছি। নিজেই নিজিরি মারি ফ্যালাবো।

তোরাপ ॥ ওই শোনেন বাবা!

ময়না ॥ এতে আবার শোনবার কী আছে? তা না হলে আমারে কও—বন্দুক নিয়ি, গোসাবায় যেয়ি তোমার কত্তা-বাবুদের খুন করি আসি।

তোরাপ ॥ বাঘ মারার জন্যি যদি জেলে যেতি হয়, তা বাবুদের খুন করি যাওয়া ভাল। কিন্তু বেটি—মানুষ তো কখনও মারি নাই!

ময়না ॥ আমি মারব। জান বাবু, আমি বাপজানেরে বলি—তুমি আর বাঘ মারতি যেইয়ো না। পুলুস কে বুঝিয়ে বললি কি তারা শুনবে না?

নব ॥ কী বলি বলতো—ক-ক—ময়না।

ময়না ॥ অ্যাঁ—[হঠাৎ দূর থেকে ডাক শোনা গেল, অতীন ও বিনয়ের গলার—'নবকুমার'—নবকুমার' সত্যসাঁইয়ের গলাও শোনা যাচ্ছে — 'বাবু

—আপনি কোথায় আছেন, সাড়া দিন বাবু']

তোরাপ ॥ বাবা। সত্য সাঁই আমারে চিনে। সে যদি জানতি পারে আমি এখানে রয়িচি তাহলি...ধম্মের নাম করি বলি যান বাবা, ওদের কিছু বলবেন না।

নব ॥ কখখনো না তোরাপজী, কখখনো বলবো না।

তোরাপ ॥ আমি বেটির জন্যি খুব চিন্তায় থাকি। বেটিও তিনটা বাঘ মারছে।

নব ॥ তাই বুঝি।

ময়না ॥ হ্যাঁ বাবু—

তোরাপ ॥ ওরে যদি একটা শাদি দিয়ি দিতি পারতাম, একটু নিশ্চিন্ত হতাম। হাঃ (দীর্ঘশ্বাস ফেলে)।

ময়না ॥ বাপজান!

নব ॥ আপনি এত চিন্তা করবেন না। আমি আপনাদের কথা কাউকে বলবো না। কিন্তু আপনি মেয়েকে নিয়ে এভাবে আর কতদিন এখানে থাকবেন? [আবার ডাক শোনা যাচ্ছে—নবকুমার—নবকুমার—বাবু—]

তোরাপ ॥ সেটা বাবা খোদায় বলতি পারেন আর দক্ষিণ রায়।

নব ॥ আপনি তো মুসলমান। ওদিকে যশোর, খুলনায় পালিয়ে যান না কেন? তাহলে এখানের পুলিস তো ধরতে পারবে না!

ময়না ॥ হ্যাঁ বাপজান।

তোরাপ ॥ সে কথা কখনো ভাবিনাই তা নয়। কিন্তু বাবা সে দেশের পুলিসও কি আমাদের ছেড়ি দেবে? আমার তো কাগজপত্তর নাই। [বাইরের চিৎকার আরও একটু কাছে শোনা গেল—'নবকুমার—নবকুমার'—]

নব ॥ আমার মনে হয় আপনার কোন শাস্তি হবে না। সব সত্যি কথা বলবেন। আর যদি আপত্তি না থাকে তবে ওই বাঘের ব্যবসায়ীদের নামগুলো আমাকে বলবেন?

তোরাপ ॥ কেন বলবো না—বল বেটি?

ময়না ॥ হ্যাঁ বাপজান বলি দাও।

তোরাপ ॥ একজন যোগেন দয়াল, আর একজন ভূষণ চৌধুরী। ওদের চাল-মধুর মস্ত ব্যবসা আছে।

নব ॥ তবু আমার মনে হয়—আপনি ওদেশেই চলে যান। ইসলামের দেশ। আপনাকে মাপ করবে। [ডাক আরো কাছে—নবকুমার—]

তোরাপ ॥ বাবা আপনি ওঠেন।

ময়না ॥ বাপজান—চুপ করি লুকিয়ে থাকলি হয় না?

তোরাপ ॥ না বেটি ওনারা ভেতরে ঢুকি পড়তি পারেন। সঙ্গে সত্য সাঁই আছে।

নব ॥ হ্যাঁ এবার উঠতে হবে।

তোরাপ ॥ তয় বাবু আপনার কথা মতন ও দ্যাশের কথাডাই মনি ধরছে। গেলি খুলনাতেই

যাবো গা।

নব ॥ হ্যাঁ তাই যাবেন।

তোরাপ ॥ বেটি বাবুকে নে গিয়ে রাস্তা দেখিয়ে দে। সাবধানে, কেউ যেন বসতিটা জানতি না পারে। তোরে যেন না দেখতি পায়।

ময়না ॥ ঠিক আছে বাপজান।

তোরাপ ॥ আসেন বাবু। সালাম।

নব ॥ হ্যাঁ তোরাপজী। আমারও প্রণাম। চলো—ক্-ময়না।

ময়না ॥ অ্যাঁ, হ্যাঁ—আসেন বাবু। আপনার হাতটা দিন, আপনারে ধরি নিয়ি যাবো। আমার সঙ্গে আসেন।

[আবার ডাক—নবকুমার—নবকুমার]

ময়না ॥ আসেন এইখানটায়। হ্যাঁ—এবার বলেন—'আমি এখানে।'

নব ॥ (চিৎকার করে) আমি এখানে—।

ময়না ॥ এবার শিগ্‌গির ইদিকে আসেন [ডালপালা সরানো ও দুজনের হাঁফানির শব্দ] এবার এখান থিকি বলেন—'আমি এখানে'—।

নব ॥ (চিৎকার করে) আমি এখানে—।

অতীন ॥ (ওদিক থেকে চিৎকার করে) বেঁচে আছিস?

বিনয় ॥ (ওদিক থেকে চিৎকার করে) আরে ধ্যাৎ তেরি! নরসিংহ অবতারের মত নানা দিক থেকে বলছিস—আমি এখানে। কোনখানে আছিস বুঝতে পারছি না।

অতীন ॥ আমরা এখানে দাঁড়িয়ে আছি, তুই বেরিয়ে আয়।

নব ॥ (জোরে) তোরা ওখানেই দাঁড়া। আমি আসছি। (আস্তে) কপালকুণ্ডলা!

ময়না ॥ এ কার নাম? কাকে ডাকলেন?

নব ॥ তোমাকে।

ময়না ॥ আমাকে?

নব ॥ হ্যাঁ।

ময়না ॥ কিন্তু—

নব ॥ এ নাম আমি রাখলাম।

ময়না ॥ কেন?

নব ॥ তোমাকে এ নামে খুব মানায় তাই।

ময়না ॥ নামটা বেশ। আর একবার বলেন—

নব ॥ কপালকুণ্ডলা—

ময়না ॥ সুন্দর।

নব ॥ কপালকুণ্ডলা।

ময়না ॥ উঁ?

নব ॥ এবার হাতটা ছাড়।

ময়না ॥ ও—তাইতো!

নব ॥ এবার আসি।

ময়না ॥ আসেন। ভালো থাকেন।

নব ॥ তুমিও ভালো থেকো।

ময়না ॥ আবার কখনো—

নব ॥ দেখা হবে।

ময়না ॥ ভালো থাকেন।

নব ॥ ভালো থেকো। [বাঁশীতে বিষাদের সুর। তারপর জলের ওপর দাঁড়ের শব্দ আর সাঁইদারের গলায় শোনা যাচ্ছে—]

মনের কথা কইতে নারিলাম,
আধেক ছবি রইল আঁকা, আধেক হারালাম রে
মনের কথা কইতে নারিলাম।

ধীরে গান মিলিয়ে আসবে। দাঁড়ের ঝপ্ ঝপ্ শব্দ। সমাপ্তি ঘোষণা হবে।

মূল গল্প □ কপালকুণ্ডলা , ১৯৬৮